সমাস ১০

সংজ্ঞা ঃ অর্থের দিক থেকে মিল আছে এমন দুই বা বেশি পদ মিলে একপদ হওয়াকে সমাস বলে। যেমন ঃ লেখা ও পড়া = লেখাপড়া ; ফুলের বাগান = ফুলবাগান ; হাতে পরার ঘড়ি = হাতঘড়ি ; তিন মাথার সমাহার = তেমাথা ; নেই খোঁজ যার = নিখোঁজ ইত্যাদি।

শব্দ গঠনের অন্যতম উপায় সমাস। যেসব পদ নিয়ে সমাস তৈরি হয় তাদের মধ্যে অর্থের মিল থাকতে হয়। সমাস কথাটির অর্থ 'সংক্ষেপ', 'মিলন' বা 'একাধিক পদের একপদীকরণ'। অর্থের এই বিবেচনায় সমাসে ব্যবহৃত পদ পারস্পরিকভাবে অর্থসঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ঘি মাখানো ভাত = ঘিভাত, এই উদাহরণে 'ঘি মাখানো ভাত' কথাটিতে অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্য রয়েছে। অর্থযুক্ত পদ নিয়েই সমাস। গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে—এই কথাগুলো মিলে সমাস-রূপে যে পদটি তৈরি হয় তা হল—'গায়ে হলুদ'। এতে অর্থের যথার্থ সঙ্গতি রয়েছে। যেসব পদের একত্রীকরণের মাধ্যমে সমাস গঠিত হয়, তাদের মাঝে সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকা দরকার। ব্যবহৃত পদগুলো একযোগে একটি বিশেষ অর্থ বোঝাবে। কখনও কখনও পদগুলো মিলে একটি পদ হয়ে মূল পদসমূহের অর্থই ব্যক্ত করে। আবার কখনও কখনও ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। তবে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলেও মূল পদগুলোর সাথে অর্থের সঙ্গতি লক্ষ্য করা যাবে। সমাসে একাধিক পদ একপদ হয়। যে কয়টি পদ মিলে সমাস হয় সে কয়টি পদের প্রত্যেকটিকে বলে **সমস্যমান পদ**। যেমন ঃ কাজলের মত কাল = কাজলকাল। এই সমাসে কাজলকাল পদটি তৈরি হয়েছে 'কাজলের মত কাল' পদগুলোর সাহায্যে। এখানে 'কাজলের মত কাল' পদগুলোর প্রত্যেকটি সমস্যমান পদ। হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি—এই সমাসে 'হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে'—এই পদগুলোর প্রত্যেকটি সমস্যমান পদ। সমস্যমান পদে দুটি অংশ থাকে। অর্থাৎ যেসব পদ মিলে সমস্যমান পদ গঠিত হয় সেগুলোর প্রধান প্রধান পদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি অংশ পূর্বের, অন্য অংশটি পরের। পূর্ব অংশের পদটিকে **পূর্বপদ** এবং পরের অংশের পদটিকে **পরপদ** বলে। যেমন ঃ বিদ্যার আলয় = বিদ্যালয়—এই সমাসের সমস্যমান পদ 'বিদ্যার আলয়' অংশে 'বিদ্যার' পূর্বপদ এবং 'আলয়' পরপদ। সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন—এখানে 'সিংহ' পূর্বপদ এবং 'আসন' পরপদ। এই পূর্বপদ আর পরপদ মিলেই সমাস হয়। একাধিক পদ মিলে সমাস হিসেবে যে পদটি গঠিত হয় তাকে **সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ** বলে। যেমন ঃ ভাইয়ের পো = ভাইপো—এখানে 'ভাইপো' পদটি সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ। স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর—এই 'স্বর্ণাক্ষর' এখানে সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ। সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদের অর্থ বোঝানোর জন্য পদটিকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করলে যে বাক্যটি তৈরি হয় **তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য** বলে। যেমন ঃ বালিকাদের বিদ্যালয় = বালিকা বিদ্যালয়—এই সমাসে 'বালিকাদের বিদ্যালয়' অংশটি ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য। ষড় ঋতুর সমাহার = ষড়ঋতু—এখানে 'ষড় ঋতুর সমাহার' কথাটি ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য।

সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি চিহ্ন লোপ পায়। তবে অনেক পদেই বিভক্তি থাকে না। পূর্ব পদে বিভক্তি থাকলে সমাসে তা লোপ পায়। পূর্বপদের পরে অনুসর্গ থাকলে তাও লোপ পায়। যেমন ঃ গাছে পাকা = গাছপাকা—এখানে 'গাছে' পূর্ব পদের 'এ' বিভক্তি লোপ পেয়েছে। বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত—এখানে 'থেকে' অনুসর্গ লোপ পেয়েছে।

তবে অলুক সমাসে বিভক্তি লোপ পায় না। যেমন ঃ মুখে মধু যার ঃ মুখেমধু ; ঘোড়ার ডিম= ঘোড়ার ডিম। এসব ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়নি।

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারের মধ্যে বাংলা শব্দ ছাড়া সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমাস গঠনের সময় ভিন্ন জাতের এসব শব্দের মিলন ঘটে। এক সময় সংস্কৃত শব্দের সাথে বাংলা শব্দের মিশ্রণকে 'শব পোড়া মরা দাহ' বলে ব্যঙ্গ করা হত। কিন্তু আজকাল শ্রুতিকটু না হলে বিভিন্ন জাতীয় শব্দের মিশ্রণে কোন দোষ ধরা হয় না। এখন বিভিন্ন জাতের শব্দের মিশ্রণে সমাস গঠনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন ঃ

হস্তপদ (সংস্কৃত + সংস্কৃত)
হাতপা (বাংলা + বাংলা)
শ্বশুরবাড়ি (সংস্কৃত + বাংলা)
হলঘর (বিদেশী + বাংলা)
ফুলশার্ট (বিদেশী + বিদেশী)
লাট বাহাদুর (বিদেশী + বিদেশী)
মাওলানা সাহেব (বিদেশী + বিদেশী)
ফুলহাতা (বিদেশী + বাংলা)।

সমাস গঠনের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর পদের প্রয়োগ হয়। যেমন ঃ

বাপমা (বিশেষ্য + বিশেষ্য)
তুষারধবল (বিশেষ্য + বিশেষণ)
পোড়া কপাল (বিশেষণ + বিশেষ্য)
কাঁচামিঠা (বিশেষণ + বিশেষণ)
এতদ্দেশ (সর্বনাম + বিশেষ্য)
প্রতিদিন (অব্যয় + বিশেষ্য)।

সমাসের প্রয়োজনীয়তা

ভাষার সংক্ষিপ্ততা, শ্রুতিমাধুর্য, সৌন্দর্যবৃদ্ধি, অলঙ্করণ ও পরিভাষা তৈরির জন্য সমাসের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। সমাস গঠনের মাধ্যমে বক্তব্যকে সংক্ষেপ করা হয়। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলে তা অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে থাকে। এতে বাক্য সরল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সমাসের সাহায্যে বক্তব্য বিষয় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা চলে। অনাবশ্যকভাবে বড় আকারে প্রকাশ না করে ছোট আকারের পদে প্রকাশ করতে পারলে বক্তব্যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। সমাসে কম কথায় বেশি ভাব প্রকাশেব সুযোগ ঘটে। স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার না বলে 'স্বর্ণালঙ্কার' বলা হলে পদ ছোট হয়ে আসে এবং শুনতেও ভাল শোনায়। 'ছাই দিয়ে চাপা' না বলে 'ছাইচাপা' বললে, 'জাদু করে যে' না বলে 'জাদুকর' বললে, 'বিদ্যারূপ ধন' না বলে 'বিদ্যাধন' বললে, 'সপ্ত অহের সমাহার' না বলে 'সপ্তাহ' বললে, 'হত ভাগ্য যার' না বলে 'হতভাগা' বললে পদের আকার ছোট হয়, শুনতে ভাল শোনায়—ভাষার সৌন্দর্য বাড়ে। এসব কারণে ভাষায় সমাসের প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য

সন্ধি ও সমাস উভয়েই নতুন শব্দ গঠনের কাজ করে। তবে এদের শব্দ তৈরি করার পদ্ধতি আলাদা। পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি। অন্যদিকে পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের একপদ হওয়ার নাম সমাস। সন্ধির বেলায় পাশাপাশি দুটি বর্ণ মিলে নতুন শব্দ তৈরি হয়—সন্ধিতে ধ্বনির সামঞ্জস্য ঘটে। সন্ধির লক্ষ্য থাকে শব্দের উচ্চারণের দিকে।

সমাসের বেলায় একাধিক পদের মিলনে সমাস হয় এবং অর্থযুক্ত নতুন পদ গঠন করে। সমাসের লক্ষ্য অর্থের দিকে। যেমন ঃ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় (সন্ধি) ; মাথায় ব্যথা = মাথাব্যথা (সমাস)।

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য নিম্নরূপ নির্দেশ করা যায় ঃ

১. সন্ধিতে সন্নিহিত বর্ণ মিলে এক বর্ণ হয়। আর সমাসে একাধিক পদ মিলে একপদে পরিণত হয়।

২. সন্ধির মিলনের ভিত্তি উচ্চারণ, আর সমাসের মিলনের ভিত্তি পদের অর্থ।

৩. সন্ধিতে বিভক্তির লোপ হয় না। সমাসে অলুক সমাস ছাড়া বিভক্তি চিহ্নের বিলুপ্তি ঘটে।

৪. সন্ধিতে পদের বাইরের রূপের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটে না। সমাসে অর্থের পরিবর্তন ঘটে একার্থবোধক পদের উৎপত্তি হয়।

সমাসের শ্রেণীবিভাগ

সমাস ছয় প্রকার। যেমন ঃ দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, কর্মধারয়, অব্যয়ীভাব ও দ্বিগু। এই প্রধান শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও কোন কোন সমাসের উপবিভাগ রয়েছে। কারও কারও মতে কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণীভুক্ত। সেদিক থেকে সমাস চার প্রকার বলে বিবেচিত হতে পারে।

তবে সমাস যেহেতু পূর্বপদ ও পরপদ নিয়ে গঠিত হয়, সেজন্য সমাসের সাহায্যে পদ গঠনকালে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ-প্রাধান্য বিবেচনা করে শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। সমাস গঠনে কখনও পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য, কখনও পরপদের অর্থের প্রাধান্য, কখনও উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য, আবার কখনও কোনও পদের অর্থ প্রাধান্য না দেখিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন ঃ দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়েরই অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। তৎপুরুষ সমাসে পরপদের অর্থের প্রাধান্য ঘটে। বহুব্রীহি সমাসে উভয় পদের বাইরে কোনও অর্থ প্রকাশ করে। অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

এই শ্রেণীবিভাগ এমন হয় ঃ

১। পূর্বপদ প্রধান	ঃ	অব্যয়ীভাব সমাস, যেমন ঃ ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ
২। পরপদ প্রধান	ঃ	তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, যেমন ঃ গাকে ধোয়া = গাধোয়া ; লোনা যে পানি = লোনাপানি ; সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ।
৩। উভয় পদ প্রধান	ঃ	দ্বন্দ্ব, যেমন ঃ ছেলে ও মেয়ে = ছেলেমেয়ে।
৪। ভিন্ন অর্থ	ঃ	বহুব্রীহি, যেমন ঃ চার পা যার = চারপেয়ে।

দ্বন্দ্ব সমাস

সংজ্ঞা ঃ সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে পরস্পর অন্বিত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষ্যার্থক পদে যে সমাস হয় এবং যাতে উভয় পদের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন ঃ মাতা ও পিতা = মাতাপিতা ; ডাল ও ভাত = ডালভাত ; ছেলে ও মেয়ে = ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ জোড়া বা যুগল। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ সংযোজক অব্যয়ের (ও, এবং, আর ইত্যাদি) দ্বারা জোড়া বা একত্রিত হয়ে পদ গঠন করে এবং সে পদে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থই প্রধান থাকে। এ সমাসে দুটি পদ একত্রিত হয়ে দুটি পদের অর্থই একত্রে বহন করে। দ্বন্দ্ব সমাস অর্থ মিলনের সমাস।

দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদ একত্রিত হয়। সাধারণত যে পদটি আকারে ছোট সেটি প্রথমে বসে, বড়টি পরে বসে। তবে যে পদের অর্থ গৌরবমূলক বলে বিবেচিত তা বড় হলেও প্রথমে বসতে পারে। এই সমাসে ব্যাসবাক্য তৈরি করার জন্য 'ও', 'এবং', 'আর', 'তথা' ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়ের সাহায্য নেওয়া হয়। উদাহরণ ঃ

মা ও বাপ = মাবাপ	রাত ও দিন = রাতদিন
হাত ও পা = হাতপা	রাজা ও প্রজা = রাজাপ্রজা
মতি ও গতি = মতিগতি	তেলে ও বেগুনে = তেলেবেগুনে
খাতা ও পত্র = খাতাপত্র	গমন ও আগমন = গমনাগমন
রূপ ও গুণ = রূপগুণ	বেচা ও কেনা = বেচাকেনা
কল ও কারখানা = কলকারখানা	দানা ও পানি = দানাপানি।

দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণীবিভাগ

দ্বন্দ্ব সমাস নানারকম হতে পারে। যেমন ঃ

১. সাধারণ দ্বন্দ্ব ঃ একাধিক পদের একত্র অবস্থানে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন ঃ কালি ও কলম = কালিকলম ; লতা ও পাতা = লতাপাতা।

২. মিলনার্থক দ্বন্দ্ব ঃ একাধিক পদের মিলন বুঝিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন ঃ চা ও বিস্কুট = চাবিস্কুট ; জীন ও পরী = জীনপরী।

৩. সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব ঃ যে দ্বন্দ্ব সমাসে সম্বন্ধ বোঝায় তাকে সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন ঃ জায়া ও পতি = দম্পতি ; মাতা ও পিতা = মাতাপিতা ; ভাই ও বোন = ভাইবোন।

৪. সমার্থক দ্বন্দ্ব ঃ এক ধরনের বিষয় বুঝিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন ঃ লজ্জা ও শরম = লজ্জাশরম ; টাকা ও কড়ি = টাকাকড়ি ; ঘর ও বাড়ি = ঘরবাড়ি।

৫. বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব ঃ বিপরীতধর্মী বিষয় বুঝিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন ঃ ছোট ও বড় = ছোটবড় ; আয় ও ব্যয় = আয়ব্যয় ; সুখ ও দুঃখ = সুখদুঃখ।

৬. একশেষ দ্বন্দ্ব ঃ যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদের লোপ হয় এবং শেষ পদ অনুসারে যখন শব্দের রূপ নির্ধারিত হয় তখন তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন ঃ সে ও তুমি = তোমরা ; সে, তুমি ও আমি = আমরা। মীরা ও তার দুবোন = মীরারা।

৭. অলুক দ্বন্দ্ব ঃ যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন ঃ কোলে ও পিঠে = কোলেপিঠে ; ঘরে ও বাইরে = ঘরেবাইরে ; দেশে ও বিদেশে = দেশেবিদেশে।

৮. বহুপদী দ্বন্দ্ব ঃ তিন বা বহুপদে মিলে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব বলে। যেমন ঃ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ = রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ; তেল, নুন ও লাকড়ি = তেল-নুন-লাকড়ি ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য = কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য। সাধারণত সমাসবদ্ধ না করে হাইফেন ছাড়াই এসব পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ নাক কান গলা ; পাইক পেয়াদা সিপাই শান্ত্রী ; ইট কাঠ চুন সুরকি।

দ্বন্দ্ব সমাসের আরও উদাহরণ

দা ও কুমড়া = দাকুমড়া	কড়া ও ক্রান্তি = কড়াক্রান্তি
অহি ও নকুল = অহিনকুল	জমি ও জমা = জমিজমা
জমা ও খরচ = জমাখরচ	চর ও অচর = চরাচর

মাথা ও মুণ্ডু = মাথামুণ্ডু
বই ও পুস্তক = বইপুস্তক
ভাল ও মন্দ = ভালমন্দ
কম ও বেশি = কমবেশি
বর ও কনে = বরকনে
ওঠা ও বসা = ওঠাবসা
বেশ ও ভূষা = বেশভূষা
হিত ও অহিত = হিতাহিত
দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে
নাকে ও মুখে = নাকেমুখে
গাল ও গল্প = গালগল্প
ঝি ও জামাই = ঝি-জামাই
আনা ও গোনা = আনাগোনা
বিকি ও কিনি = বিকিকিনি
ইষ্টি ও কুটুম = ইষ্টিকুটুম
পাত্র ও মিত্র = পাত্রমিত্র
যাত ও আয়াত = যাতায়াত
তুক ও তাক = তুকতাক
রুই ও কাতলা = রুইকাতলা
ধন ও দৌলত = ধনদৌলত

তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা ঃ যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান বলে বিবেচিত হয় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন ঃ মধুতে মাখা = মধুমাখা ; শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল ; ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত ইত্যাদি।

'তৎপুরুষ' শব্দটি একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। এর ব্যাসবাক্য 'তার পুরুষ' (তস্যপুরুষ)। 'তৎপুরুষ' শব্দটিতে যে সমাস হয়েছে, সে ধরনের সব সমাসকে বলা হয় তৎপুরুষ সমাস। এ সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত বিভক্তি থাকে এবং সমাস গঠনের ফলে সেসব বিভক্তি লোপ পায়। যেমন ঃ ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা, এখানে পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে। দল থেকে ছাড়া = দলছাড়া, এখানে পঞ্চমী বিভক্তি 'থেকে' লোপ পেয়েছে। রাতে জাগা = রাতজাগা, এখানে পূর্বপদ 'রাতে'-র 'এ' বিভক্তি লোপ পেয়েছে।

তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

লোককে দেখানো = লোকদেখানো
ঢেঁকিতে ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা
প্রাণকে ত্যাগ = প্রাণত্যাগ
ধর্মকে রক্ষা = ধর্মরক্ষা
অশ্রু দ্বারা পূর্ণ = অশ্রুপূর্ণ
গুণ দ্বারা হীন = গুণহীন
বাসের নিমিত্ত স্থান = বাসস্থান
ক্লাসের জন্য রুম = ক্লাসরুম
প্রাণের চেয়ে অধিক = প্রাণাধিক
বাম থেকে ইতর = বামেতর
রাজার পুত্র = রাজপুত্র
বীরদের বর (শ্রেষ্ঠ) = বীরবর
নরদের পতি = নরপতি
স্ব-এর ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
মেষীর শাবক = মেষশাবক
মিস্ত্রীদের রাজা = রাজমিস্ত্রী
পরলোকে গত = পরলোকগত
অধ্যয়নে রত = অধ্যয়নরত
ছন্দকে ছাড়া যে = ছন্নছাড়া
ন কাতর = অকাতর
নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ

তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণীবিভাগ

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস ঃ পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন কে, রে। যেমন ঃ

গাকে ঢাকা = গাঢাকা	বউকে বরণ = বউবরণ
রথকে দেখা= রথদেখা	স্বকে গত = স্বগত
কলাকে বেচা = কলাবেচা	ছেলেকে ভুলানো = ছেলেভুলানো
ঘাসকে কাটা = ঘাসকাটা	আত্মকে হত্যা = আত্মহত্যা
ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত	বইকে পড়া = বইপড়া
পাকে চাটা = পাচাটা	শোককে অতীত = শোকাতীত

ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক পদের সাথে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। যেমন ঃ

চিরকাল ব্যাপ্ত করে সুখ = চিরসুখ	চিরকাল ব্যাপ্ত করে জীবী= চিরজীবী
ক্ষণকাল ব্যাপ্ত করে স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী	চিরকাল ব্যাপ্ত করে যুবা = চিরযুবা
দীর্ঘ ব্যাপ্ত করে কাল = দীর্ঘকাল	যুগ অন্ত করে সঞ্চিত = যুগান্তসঞ্চিত
চির ব্যাপ্ত করে কাল = চিরকাল	চিরকাল ব্যাপ্ত করে নির্বাসিত = চিরনির্বাসিত

পূর্বপদটি বিশেষণের বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ হলে পরবর্তী কৃদন্ত পদের সাথে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়।

যেমন ঃ

অর্ধরূপে সিদ্ধ = অর্ধসিদ্ধ	অর্ধভাবে সমাপ্ত = অর্ধসমাপ্ত
আধ ভাবে মরা = আধমরা	যথা দ্রুত তথা গামী = দ্রুতগামী
অর্ধরূপে স্ফুট = অর্ধস্ফুট	যথা শীঘ্র তথা গামী = শীঘ্রগামী
আধ ভাবে ফোটা = আধফোটা	

২। তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস ঃ পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক—এসব তৃতীয়া বিভক্তি। যেমন ঃ

আনন্দ দ্বারা পূর্ণ = আনন্দপূর্ণ	মায়া দ্বারা হীন = মায়াহীন
অজ্ঞান দ্বারা কৃত = অজ্ঞানকৃত	রক্ত দ্বারা অক্ত = রক্তাক্ত
শোক দ্বারা আতুর = শোকাতুর	মন দ্বারা গড়া = মনগড়া
মধু দ্বারা মাখা = মধুমাখা	রব দ্বারা আহূত = রবাহূত
বজ্র দ্বারা হত = বজ্রাহত	রোগ দ্বারা জীর্ণ = রোগজীর্ণ
ছাই দিয়ে চাপা = ছাইচাপা	হাত দিয়ে ছানি = হাতছানি
কালি দিয়ে মাখানো = কালিমাখানো	লাঠি দিয়ে পেটা = লাঠিপেটা
কাঁচি দিয়ে ছাঁটা = কাঁচিছাঁটা	দা দিয়ে কাটা = দাকাটা

৩। চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস ঃ পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন কে, রে। যেমন ঃ

দেবকে দত্ত = দেবদত্ত	গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি

উদ্দেশ্য বোঝাতে বা নিমিত্তার্থে চতুর্থী তৎপুরুষ হয়। তখন 'এর জন্য', 'এর নিমিত্ত', 'এর তরে' ইত্যাদি যুক্ত হয়। যেমন ঃ

বসতের জন্য বাড়ি = বসতবাড়ি
বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা
ছাত্রদের জন্য আবাস = ছাত্রাবাস
পাগলাদের জন্য গারদ = পাগলাগারদ
কার্যের নিমিত্ত আলয় = কার্যালয়
বিদ্যার জন্য আলয় = বিদ্যালয়
ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল
হজ্জের জন্য যাত্রা = হজযাত্রা
মাপের জন্য কাঠি = মাপকাঠি
মড়ার জন্য কান্না = মড়াকান্না
পাঠের জন্য শালা = পাঠশালা
রঙ্গের জন্য মঞ্চ = রঙ্গমঞ্চ
মালের জন্য গাড়ি = মালগাড়ি
হিতের জন্য আকাঙ্ক্ষা = হিতাকাঙ্ক্ষা

৪। পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস ঃ পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। 'হতে', 'থেকে'—এসব পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন। যেমন ঃ

বিলাত থেকে ফেরত ঃ বিলাতফেরত
স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো
আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া
আদি থেকে অন্ত = আদ্যন্ত
লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট = লক্ষ্যভ্রষ্ট
স্নাতক থেকে উত্তর = স্নাতকোত্তর
রাজ্য থেকে চ্যুত = রাজ্যচ্যুত
ঋণ থেকে মুক্ত = ঋণমুক্ত
পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়
রোগ থেকে মুক্ত = রোগমুক্ত
জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ
সমাজ থেকে চ্যুত = সমাজচ্যুত
যুদ্ধ থেকে উত্তর = যুদ্ধোত্তর
সর্ব থেকে শ্রেষ্ঠ = সর্বশ্রেষ্ঠ
বিদেশ থেকে আগত = বিদেশাগত
বদ থেকে জাত = বজ্জাত

'হতে' ও 'থেকে'—এদের প্রয়োগ ঃ 'হইতে' সাধুরীতি—এর চলতি রীতি 'থেকে' বা 'হতে'। 'থেকে' ও 'হতে'র প্রয়োগ ভিন্নধর্মী। 'হতে' কবিতায় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ 'দূর হতে কি শুনিস গর্জন'। 'হইতে'-এর চলতি রূপ হিসেবে 'থেকে' ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ বাড়ি থেকে এসেছে। তবে 'হওয়া' এই অর্থে 'হতে' প্রয়োগ হয়। যেমন ঃ বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে। 'হইতে' এর চলতি রূপ 'থেকে' অর্থে 'হতে' ব্যবহার সঠিক নয়। 'কলেজ হতে এসেছি।' না হয়ে হবে 'কলেজ থেকে এসেছি।'

৫। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ঃ পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'র', 'এর'। যেমন ঃ

বঙ্গের বন্ধু = বঙ্গবন্ধু
দেশের নেত্রী = দেশনেত্রী
বটের তলা = বটতলা
জাদুর ঘর = জাদুঘর
বৃষ্টির পাত = বৃষ্টিপাত
কর্মের কর্তা = কর্মকর্তা
পিতার তুল্য = পিতৃতুল্য
ঘোড়ার দৌড় = ঘোড়দৌড়
জনগণের নেত্রী = জননেত্রী
পল্লীর বন্ধু = পল্লীবন্ধু
নৌকার ডুবি = নৌকাডুবি
সূর্যের উদয় = সূর্যোদয়
মৌয়ের মাছি = মৌমাছি
অর্থের নাশ = অর্থনাশ
লোকের হিত = লোকহিত
বঙ্গের রাজা = বঙ্গরাজ

প্রাণীর বাচক = প্রাণিবাচক
ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ
ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ
স্ব-র ছন্দ = স্বচ্ছন্দ
স্ব-র দেশ = স্বদেশ
স্ব-র অক্ষর = স্বাক্ষর
পথের মাঝ = মাঝপথ
বনের পতি = বনস্পতি
অহ্নের পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ণ
মৃগীর শিশু = মৃগশিশু
পথের রাজা = রাজপথ
হাঁসের রাজা = রাজহাঁস
রাজার রোষ = রাজরোষ
রোগের রাজা = রাজরোগ
রাজার ধানী = রাজধানী
ভ্রাতার সহ = ভ্রাতৃসহ

৬। **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস ঃ** পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। এ, য়, তে—এগুলো সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। সপ্তমী তৎপুরুষের উদাহরণ ঃ

পথে চলা = পথচলা
মাথায় ব্যথা = মাথাব্যথা
গাছে পাকা = গাছপাকা
বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত
দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা
মনে মরা = মনমরা
বাকে পটু = বাকপটু
পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব
পূর্বে শ্রুত = শ্রুতপূর্ব
অকালে পক্ব = অকালপক্ব
ক্রীড়ায় কুশল = ক্রীড়াকুশল
দানে বীর = দানবীর
পুঁথিতে গত = পুঁথিগত
রাতে কানা = রাতকানা
তালে কানা = তালকানা
ঘরে পোড়া = ঘরপোড়া
পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব
পূর্বে দৃষ্ট = দৃষ্টপূর্ব

৭। **নঞ তৎপুরুষ সমাস ঃ** পূর্বপদে নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয় ব্যবহৃত হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। নঞর্থক অব্যয়গুলো হল নয়, না, নেই, অ, অন, অনা, আ, গর, ন, নি, বি, বে ইত্যাদি। নঞ তৎপুরুষের উদাহরণ ঃ

নয় ন্যায় = অন্যায়
নয় বশ = অবশ
ন কাল = অকাল
ন বিশ্বাস = অবিশ্বাস
ন দূর = অদূর
ন মিল = অমিল
অন অভ্যাস = অনভ্যাস
নেই খুঁত = নিখুঁত
নেই লাজ = নিলাজ
নয় ধোয়া = আধোয়া
বে (নেই) হায়া = বেহায়া
বে (নয়) রসিক = বেরসিক
ন কাতর = অকাতর
নয় গণ্য = অগণ্য
নয় জানা = অজানা
ন লৌকিক = অলৌকিক
ন সাধ্য = অসাধ্য
না জ্ঞান = অজ্ঞান
অন ঐক্য = অনৈক্য
ন সুখ = অসুখ
ন এক = অনেক
অন অধিক = অনধিক
গর (নেই) মিল = গরমিল
ন ঘাট = আঘাট।

৮। উপপদ তৎপুরুষ সমাস ঃ উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন ঃ

জলে চরে যে = জলচর	ধামা ধরে যে = ধামাধরা
ছা পোষে যে = ছাপোষা	জাদু করে যে = জাদুকর

কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের আগে উপসর্গ ছাড়া অন্য পদ থাকলে তাকে উপপদ বলে। কুম্ভকার = কুম্ভ + কৃ + অ—এখানে 'কুম্ভ' উপপদ। কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার— উপপদ তৎপুরুষ সমাস। কোন পদ বিশ্লেষণ করলে যদি প্রথমে একটি পদ তারপর একটি ধাতু এবং শেষে একটি প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাহলে প্রথম পদটিকে বলে উপপদ। উপপদ তৎপুরুষের উদাহরণ ঃ

ছেলে ভুলায় যে = ছেলেভুলানো	পাড়া বেড়ায় যে = পাড়াবেড়ানী
পা চাটে যে = পাচাটা	ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা
বর্ণ চুরি করে যে = বর্ণচোরা	অস্ত্র ধরে যে = অস্ত্রধারী
পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ	কূপে জন্মে যে = কুজ
প্রাণ মাতায় যে = প্রাণমাতানো	পদে স্থিত যে = পদস্থ
পার দেখেছে যে = পারদর্শী	হিত ইচ্ছা করে যে = হিতৈষী
চিত্র করে যে = চিত্রকর	বিষ ধরে যে = বিষধর
গলা কাটে যে = গলাকাটা	মাছি মারে যে = মাছিমারা
হাড় ভাঙে যে = হাড়ভাঙা	কলম পেষে যে = কলমপেষা
ঘর ছেড়েছে যে = ঘরছাড়া	গায়ে সহে যা = গাসহা

৯। প্রাদি সমাস ঃ পূর্বপদে প্রাদি (প্র আদি অর্থাৎ প্র ইত্যাদি) উপসর্গ থেকে তৎপুরুষ সমাস হলে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন ঃ

প্র (প্রকৃষ্টরূপে) ভাত = প্রভাত	কু (কুৎসিত) পুরুষ = কাপুরুষ
প্র (গত) পিতামহ = প্রপিতামহ	প্র গতি = প্রগতি
অতি প্রাকৃত = অতিপ্রাকৃত	উৎ শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল

১০। অলুক তৎপুরুষ সমাস ঃ পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে তৎপুরুষ সমাস হলে তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন ঃ

গায়ে পড়া = গায়েপড়া	ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা
কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা	তেলে ভাজা = তেলেভাজা
ঘোড়ার ডিম = ঘোড়ার ডিম	চিনির বলদ = চিনির বলদ
সোনার তরী = সোনার তরী	চোখের বালি = চোখের বালি

বহুব্রীহি সমাস

সংজ্ঞা ঃ যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনও অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

গৌর অঙ্গ যার = গৌরাঙ্গ	দশ আনন যার = দশানন
লাল পাড় যার = লালপেড়ে	মুখ পোড়া যার = মুখপোড়া
নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ	নদী মাতা যার = নদীমাতৃক।

বহুব্রীহি সমাসে দুটি পদ একত্রিত হয়ে নিজের অর্থের অতিরিক্ত অন্য কোনও অর্থ প্রকাশ করে। 'বহুব্রীহি' শব্দটি একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। এর ব্যাসবাক্য এমন ঃ বহুব্রীহি (ধান) আছে যার সে। এখানে 'বহু' ও 'ব্রীহি' এই পদ দুটির অর্থ (বহু ধান) প্রধান ভাবে না বুঝিয়ে এর অতিরিক্ত অন্য অর্থ (বহু ধান আছে এমন ব্যক্তি বা ধনী ব্যক্তি) বোঝায়। এই অর্থে 'বহুব্রীহি' শব্দটিতে যে প্রকারের সমাস হয়েছে, সে প্রকারের সমাসের নামরূপে 'বহুব্রীহি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বহুব্রীহি সমাস নানারকম হতে পারে। যেমন ঃ ১। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, ২। ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, ৩। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ; ৪। অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি ; ৫। ব্যতিহার বহুব্রীহি ; ৬। নঞর্থক বহুব্রীহি ; ৭। সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি ; ৮। অলুক বহুব্রীহি ; ৯। সহার্থক বহুব্রীহি ইত্যাদি।

১। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস ঃ যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

কাল বরণ যার = কালবরণ	বদ রাগ যার = বদরাগী
সমান উদর যার = সহোদর	বদ মেজাজ যার = বদমেজাজী
মধ্য বিত্ত যার = মধ্যবিত্ত	খুশ মেজাজ যার = খুশমেজাজী
পক্ক কেশ যার = পক্ককেশ	সুন্দর শ্রী যার = সুশ্রী
হৃত সর্বস্ব যার = হৃতসর্বস্ব	পীত অম্বর যার = পীতাম্বর
উন পাঁজর যার = উনপাঁজরে	সুন্দর হৃদয় যার = সুহৃদ
উচ্চ শির যার = উচ্চশির	হত শ্রী যার = হতশ্রী
প্রোষিত ভর্তা যার = প্রোষিতভর্তৃকা	দীর্ঘ আকৃতি যার = দীর্ঘাকৃতি
সমান বয়সী যে = সমবয়সী	বহু মুখ যার = বহুমুখী
সুন্দর মতি যার = সুমতি	মহান আশয় যার = মহাশয়
সুন্দর বর্ণ যার = সুবর্ণ	দুবার জন্ম যার = দ্বিজ

২. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস ঃ পরপর অন্বিত দুটি বিশেষ্য পদে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন ঃ

শূল পাণিতে যার = শূলপাণি	বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি
বজ্র পাণিতে যার = বজ্রপাণি	উর্ণা নাভিতে যার = উর্ণনাভ
পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ	দয়া শীলে যার = দয়াশীল
গলে বস্ত্র যার = গলবস্ত্র	শশ অঙ্কে যার = শশাঙ্ক
আশীতে বিষ যার = আশীবিষ	ঘরে মুখ যার = ঘরমুখো
ক্ষণে জন্ম যার = ক্ষণজন্মা	পাতাতে বাহার যার = পাতাবাহার
পাপে মতি যার = পাপমতি	পিছে পা যার = পিছপা
গোঁফে খেজুর যার = গোঁফখেজুরে	পেট সর্বস্ব যার = পেটসর্বস্ব।

৩। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস ঃ ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ লোপ পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

সোনার মত উজ্জ্বল মুখ যার = সোনামুখী	রণের দিকে মুখ যার = রণমুখো
একদিকে চোখ যার = একচোখা	ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো
বিড়ালের মত চোখ যার = বিড়ালচোখী	স্বজাতি রাজা যাতে = স্বরাজ
মেনির মত মুখ যার = মেনিমুখো	মেঘের মত নাদ যার = মেঘনাদ
মৃগের মত নয়ন যার = মৃগনয়না	মীনের মত অক্ষি যার = মীনাক্ষি।

৪। অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস ঃ ব্যাসবাক্যের শেষপদ লোপ পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ	আটমাসে জন্মেছে যে = আটাসে
হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি	দুই দিকে হার (সমান মাপ) যার = দোহারা।
দেড় হাত পরিমাণ যা = দেড়হাতি	

৫। ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস ঃ যে বহুব্রীহি সমাসে দুটি একরূপ বিশেষ্য দিয়ে এক জাতীয় কাজ বোঝায় তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

কানে কানে যে কথা = কানাকানি	হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি
চুলে চুলে যে ঝগড়া = চুলাচুলি	কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি
হেসে হেসে যে আলাপ = হাসাহাসি	গালিতে গালিতে যে ঝগড়া = গালাগালি
লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি	চোখে চোখে যে দেখা = চোখাচোখি
গলায় গলায় যে ভাব = গলাগলি	কেশে কেশে যে ঝগড়া = কেশাকেশি

৬। নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস ঃ নঞর্থক অব্যয় পদের সাথে বিশেষ্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

নেই বুঝ যার = অবুঝ	বে হায়া যার = বেহায়া
নেই পয় যার = অপয়া	বে (নেই) কার (কাজ) যার = বেকার।
নেই অন্ত যার = অনন্ত	নেই ভয় যার = নির্ভীক
নেই খ (ছিদ্র) যেখানে = নখ	নেই হুঁশ যার = বেহুঁশ
নেই কাজ যার = অকেজো	নি (নেই) ভুল যার = নির্ভুল
না (নেই) চারা (উপায়) যার = নাচার	ন (নেই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান
নেই তার যার = বেতার	নেই বোধ যার = নির্বোধ
বে (নেই) ঈমান যার = বেঈমান	নেই থৈ যার = অথৈ।

৭। সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস ঃ সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে বহুব্রীহি সমাস হলে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

তিন পায়া যার = তেপায়া	সে (তিন) তার যার = সেতার
দুই নল যার = দোনলা	দুই পদ যার = দ্বিপদী
চৌ (চার) চাল যার = চৌচালা	তিন পদ যার = ত্রিপদী
দুদিকে অপ যার = দ্বীপ	তিন মাথা যার = তেমাথা
চার দিকে কাঠ যার = চৌকাঠ।	চার পায়া যার = চৌপায়া

৮। **অলুক বহুব্রীহি সমাস ঃ** পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ
মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = মুখেভাত	কলসী কাঁখে যার = কলসীকাঁখে
কানে খাট যে = কানে খাট	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি।
চাদর গলায় যার = চাদর গলায়	

৯। **সহার্থক বহুব্রীহি সমাস ঃ** সহার্থক পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন ঃ

স্ত্রীর সাথে বর্তমান = সস্ত্রীক	আদরের সাথে বর্তমান = সাদর
বিনয়ের সাথে বর্তমান = সবিনয়	বান্ধবের সাথে বর্তমান = সবান্ধব

[উত্তরপদ বিশেষণ হলে সহার্থক বহুব্রীহি হবে না। তবে এ নিয়মে অনেক অশুদ্ধ শব্দ আছে, কিন্তু ভাষায় তার প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন ঃ সশঙ্কিত, সচকিত, সকাতর, সলজ্জিত, সকৃতজ্ঞ, সঠিক, সানন্দিত ইত্যাদি।]

বহুব্রীহি সমাসের আরও উদাহরণ ঃ

একদিকে গোঁ যার = একগুঁয়ে	মন মরা যার = মনমরা
মণি হারিয়েছে যার = মণিহারা	সু (উত্তম) বুদ্ধি যার = সুবুদ্ধি
সুন্দর গন্ধ যার = সুগন্ধি	বিচলিত মন যার = বিমনা
উদগত বাহু যার = উদ্বাহু	অন্য দিকে মন যার = আনমনা
নেই টোল যাতে = নিটোল	নেই সাড়া যার = নিঃসাড়
নেই কসুর যার = বেকসুর	নেই পুত্র যার = অপুত্রক
নেই আদি যার = অনাদি	নেই পথ যেখানে = অপথ
নেই রাজা যেখানে =অরাজক	বহু মুখ যার = বহুমুখী
নরাকারে যে পশু = নরপশু	জীবিত থেকে যে মৃত = জীবন্মৃত
পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ	পুণ্য আত্মা যার = পুণ্যাত্মা
নেই সুর যার = বেসুরো	নেই দোষ যার = নির্দোষ
নেই জন যেখানে = নির্জন	সমান তীর্থ যার = সতীর্থ
সুন্দর শীল যার = সুশীল	কৃষি প্রধান যার = কৃষিপ্রধান
নেই সীমা যার = অসীম	নেই নাড়ি (জ্ঞান) যার = আনাড়ি
বিধুর (চাঁদের) মত মুখ যার = বিধুমুখী	সুধা অংশু যার = সুধাংশু

কর্মধারয় সমাস

সংজ্ঞা ঃ বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে যে সমাস হয় এবং যেখানে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন ঃ

পুণ্য যে ভূমি = পুণ্যভূমি	যা মিঠা তা কড়া = মিঠাকড়া
শশকের মত ব্যস্ত = শশব্যস্ত	ফুলের মত কুমারী = ফুলকুমারী

একার্থবোধক দুটি বিশেষ্য বা দুটি বিশেষণেও কর্মধারয় সমাস হয়ে থাকে। কর্মধারয় সমাসে সাধারণত বিশেষণ পদ আগে বসে। যে-সে, যেই-সেই, যিনি-তিনি, যা-তা ইত্যাদি ব্যাসবাক্য কর্মধারয় সমাসে ব্যবহৃত হয়।

কর্মধারয় সমাস নানাভাবে গঠিত হতে পারে ঃ

ক. দুটি পদ বিশেষ্য। যেমন ঃ

যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি
যিনি ডাক্তার তিনিই সাহেব = ডাক্তার সাহেব
যা গোলাপ তাই ফুল = গোলাপফুল
যিনি পণ্ডিত তিনিই মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ
যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব
যিনি লাট তিনিই সাহেব = লাট সাহেব
যিনি খাঁ তিনিই সাহেব = খাঁসাহেব
যা ভূ তাই লোক = ভূলোক
যিনি ঋষি তিনিই কবি = ঋষিকবি

খ. দুটি পদ বিশেষণ। যেমন ঃ

যে চালাক সেই চতুর = চালাকচতুর
যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা
যা কাঁচা তাই পাকা = কাঁচাপাকা
যা হৃষ্ট তাই পুষ্ট = হৃষ্টপুষ্ট
যা শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট
যা লাল তাই সবুজ = লালসবুজ
যা মৃদু তাই মন্দ = মৃদুমন্দ
যা শীত তাই উষ্ণ = শীতোষ্ণ

গ. পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য। যেমন ঃ

কানা যে কড়ি = কানাকড়ি
বড় যে সাহেব = বড় সাহেব
হেড যে মাস্টার = হেড মাস্টার
মহৎ যে জন = মহাজন
সু যে নজর = সুনজর
মহান যে নবী = মহানবী
লাল যে ফুল = লালফুল
পাকা যে গিন্নী = পাকাগিন্নী
কৃষ্ণ যে পক্ষ = কৃষ্ণপক্ষ
নীল যে উৎপল = নীলোৎপল

কর্মধারয় সমাস নানা শ্রেণীর হয়ে থাকে। যেমন ঃ

১। **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঃ** ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ লোপ পেয়ে যে কর্মধারয় সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন ঃ

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
জয় সূচক ধ্বনি = জয়ধ্বনি
ঘিয়ে মাখা ভাত = ঘিভাত
পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন
মানি রাখার ব্যাগ = মানিব্যাগ
হাসি মাখানো মুখ = হাসিমুখ
হাতে পরার ঘড়ি = হাতঘড়ি
ঘরে পালিত জামাই = ঘরজামাই
আক্কেল সূচক দাঁত = আক্কেল দাঁত
নাতির পর্যায়ের জামাই = নাতজামাই
চিৎ অবস্থায় সাঁতার = চিৎসাঁতার
স্মৃতি জ্ঞাপক সৌধ = স্মৃতিসৌধ
বজ্র সদৃশ মুষ্টি = বজ্রমুষ্টি
এক অধিক দশ = একাদশ
কণ্টক নির্মিত মুকুট = কণ্টকমুকুট
স্বর্ণের মত উজ্জ্বল অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর
আয়ের ওপর কর = আয়কর
জীবন রক্ষার বীমা = জীবনবীমা
হাতে চালানো পাখা = হাতপাখা
ভিক্ষায় লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন

উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় সমাস গঠনের বেলায় কোন কিছুর সাথে তুলনা বা উপমা সম্পর্ক আসতে পারে। যার সাথে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান পদ। আর যাকে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমিত বা উপমেয় পদ। যে গুণ বা ধর্মের জন্য উপমান ও উপমেয় পদের তুলনা হয় তাকে বলে সাধারণ ধর্ম। যেমন ঃ কাজল কাল আকাশ। এখানে তুলনা করা হয়েছে 'কাজল'-এর সাথে। তাই 'কাজল' এখানে উপমান পদ। তুলনা করা হয়েছে 'আকাশ'কে। 'আকাশ' এখানে উপমেয় বা উপমিত পদ। আকাশকে তুলনা করা হয়েছে কাজলের সাথে 'কাল' রঙের জন্য। 'কাল' এখানে সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মের সাথে উপমান, উপমিত পদের সম্পর্কের বৈচিত্র্যে কর্মধারয় সমাসের রকমফের হয়ে থাকে।

২। **উপমান কর্মধারয় সমাস ঃ** উপমান পদের সাথে সাধারণ ধর্মের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন ঃ

মিশির মত কাল = মিশকাল	শশকের মত ব্যস্ত = শশব্যস্ত
কুসুমের মত কোমল = কুসুমকোমল	বজ্রের ন্যায় কঠিন = বজ্রকঠিন
বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক	নিমের মত তিতা = নিমতিতা
অরুণের মত রাঙা = অরুণরাঙা	তুষারের মত শুভ্র = তুষারশুভ্র

৩। **উপমিত কর্মধারয় সমাস ঃ** যে কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয় পদের সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন ঃ

পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ	মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র
অধর পল্লবের ন্যায় = অধরপল্লব	নয়ন কমলের ন্যায় = নয়নকমল
চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল	বেড়া জালের ন্যায় = বেড়াজাল
চরিত অমৃতের ন্যায় = চরিতামৃত	কথা অমৃতের ন্যায় = কথামৃত
বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা	সোনার মত মুখ = সোনামুখ

৪। **রূপক কর্মধারয় সমাস ঃ** উপমান ও উপমেয়কে অভিন্ন কল্পনা করে উপমান ও উপমেয় পদের যে সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন ঃ

প্রাণরূপ পাখি = প্রাণপাখি	মনরূপ মাঝি = মনমাঝি
মুখরূপ চন্দ্র = মুখচন্দ্র	জ্ঞানরূপ আলোক = জ্ঞানালোক
শোকরূপ সিন্ধু = শোকসিন্ধু	বিষাদরূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু
বিদ্যারূপ ধন = বিদ্যাধন	জ্ঞানরূপ বৃক্ষ = জ্ঞানবৃক্ষ
ক্ষুধারূপ অনল = ক্ষুধানল	সংসাররূপ সাগর = সংসারসাগর
সুখরূপ সাগর = সুখসাগর	মোহরূপ ডোর = মোহডোর

কর্মধারয় সমাসের আরও উদাহরণ ঃ

লোনা যে জল = লোনাজল	কাঁচা যে কলা = কাঁচকলা
খাস যে মহল = খাসমহল	ভাঙা যে হাট = ভাঙাহাট
মেজ যে বউ = মেজবউ	বুড়ো যে মানুষ = বুড়োমানুষ
বদ যে মেজাজ = বদমেজাজ	সু যে খবর = সুখবর
সৎ যে জন = সজ্জন	নব যে অন্ন = নবান্ন
বীর যে পুরুষ = বীরপুরুষ	সু যে পুরুষ = সুপুরুষ

সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ
পূর্বে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত
হাতে রাখার ব্যাগ = হাতব্যাগ
পঞ্চ অধিক দশ = পঞ্চদশ
নয়ন পদ্মের মত = নয়নপদ্ম
স্নেহরূপ পাশ = স্নেহপাশ
মনরূপ রথ = মনোরথ
বিদ্যারূপ রত্ন = বিদ্যারত্ন
বরের সহগামী যাত্রী = বরযাত্রী
ভাজা যে চাল = চালভাজা
কু যে আচার = কদাচার
হাঁটু পরিমাণ পানি = হাঁটু পানি
ঘন (মেঘ)-এর মত শ্যাম = ঘনশ্যাম
ভবরূপ নদী = ভবনদী
হিংসারূপ বিষ = হিংসাবিষ
ভাগ্যরূপ আকাশ = ভাগ্যাকাশ
জয়সূচক পতাকা = জয়পতাকা
চোরা এমন বালি = চোরাবালি

অব্যয়ীভাব সমাস

সংজ্ঞা ঃ অব্যয় শব্দ পূর্বে বসে যে সমাস হয় এবং যেখানে পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন ঃ কূলের সমীপে = উপকূল, ঈষৎ নত = আনত। সামীপ্য, বীপ্সা, পর্যন্ত, অনতিক্রম, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, অভাব, পশ্চাৎ, ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। অব্যয়ীভাব সমাসের ব্যাসবাক্যে অব্যয়ের নাম বলা বা ধরনের উল্লেখ হয় না। কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন ঃ মরণ পর্যন্ত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আমরণ।

বিভিন্ন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ ঃ অব্যয় বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হল।

ক. সামীপ্য (উপ) ঃ
বনের সমীপে = উপবন
কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ
নগরীর সমীপে = উপনগরী

খ. বীপ্সা (প্রতি, অনু) ঃ
দিন দিন = প্রতিদিন
ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ
ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে
মুহূর্তে মুহূর্তে = প্রতিমুহূর্তে
জন জন = প্রতিজন।

গ. অভাব (নিঃ, নির) ঃ
আমিষের অভাব = নিরামিষ
ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা
বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন
জলের অভাব = নির্জল

ঘ. পর্যন্ত (আ) ঃ
কর্ণ পর্যন্ত = আকর্ণ
মৃত্যু পর্যন্ত = আমৃত্যু
কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ
পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক

ঙ. সাদৃশ্য (উপ) ঃ শহরের সদৃশ = উপশহর
গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ
দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ

চ. অনতিক্রম্যতা (যথা) ঃ রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি
সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য
বিধিকে অতিক্রম না করে = যথাবিধি
কালকে অতিক্রম না করে = যথাকাল

ছ. অতিক্রান্ত (উৎ) ঃ বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল

জ. বিরোধ (প্রতি) ঃ বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ
বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল

ঝ. পশ্চাৎ (অনু) ঃ পশ্চাৎ গমন = অনুগমন

ঞ. ঈষৎ (আ) ঃ ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম

অব্যয়ীভাব সমাসের আরও উদাহরণ ঃ

অক্ষির সম্মুখে = প্রত্যক্ষ
বালক, বৃদ্ধ, বণিতা সবাই = আবালবৃদ্ধবণিতা
ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ
রোজ রোজ = হররোজ
ঘরের অভাব = হাঘর
মানানের অভাব = বেমানান
ক্ষুদ্র নদী = উপনদী
জন্ম থেকে = আজন্ম
ক্রিয়ার বিপরীত = প্রতিক্রিয়া
প্রতি মাথা = মাথাপিছু
ভাষার সদৃশ = উপভাষা
মূল পর্যন্ত = আমূল
অহ অহ = প্রত্যহ
শ্রীর অভাব = বিশ্রী
বাল্য থেকে আরম্ভ করে = আবাল্য
রূপের যোগ্য = অনুরূপ
বছর বছর = ফিবছর
মিলের অভাব = গরমিল
ভাতের অভাব = হাভাত
জানু পর্যন্ত = আজানু
শৃঙ্খলার অভাব = বিশৃঙ্খলা
ইষ্টকে অতিক্রম না করে = যথেষ্ট
ক্ষুদ্র অঙ্গ = প্রত্যঙ্গ
খুশিকে অতিক্রম না করে = যাখুশি
সমস্ত রাত = রাতভর
কথার সদৃশ = উপকথা
মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি
প্রেরণার যোগ্য = অনুপ্রেরণা

দ্বিগু সমাস

সংজ্ঞা ঃ যে সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে সমাহার বোঝায় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন ঃ

নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন
সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ
ষড় ঋতুর সমাহার = ষড়ঋতু
শত অব্দের সমাহার = শতাব্দ, শতাব্দী

'দ্বিগু' শব্দটি একটি সংস্কৃত সমাসবদ্ধ শব্দ—দ্বি (দুই) এবং 'গো' (বিকারে 'গু'—গোরু)—এই দুই পদের সমাস। এর অর্থ কেবল 'দুটি গরু' নয়—'দুটি গরুর মূল্যের বস্তু' বা 'দুটি গরু দিয়ে কেনা বস্তু'। সংস্কৃতে এ অর্থেই দ্বিগু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে এই প্রকার সমাসের নামকরণ হয়েছে দ্বিগু সমাস। দ্বিগু সমাসে সমষ্টি বা সমাহার বোঝায়। দ্বিগু সমাসের উদাহরণ ঃ

চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা
চার মোহনার সমাহার = চৌমুহনী
তিন মাথার সমাহার = তেমাথা
সপ্ত ঋষির সমাহার = সপ্তর্ষি
পঞ্চ ভূতের সমাহার = পঞ্চভূত
তিন পদের সমাহার = ত্রিপদী
তিন ভুজের সমাহার = ত্রিভুজ
পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী
তিন প্রান্তরের সমাহার = তেপান্তর
দুই প্রহরের সমাহার = দ্বিপ্রহর
দশ চক্রের সমাহার = দশচক্র
তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা
সে (তিন) তারের সমাহার = সেতার
চার পদের সমাহার = চতুষ্পদী

সমাস নির্ণয়

সমাস নির্ণয় করতে হলে প্রদত্ত পদের ব্যাসবাক্য লিখতে হয়, সেই সমাসের নামও লেখা দরকার। ব্যাসবাক্য হবে পদের অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ব্যাসবাক্য অনুসরণ করেই সমাসের নাম নির্ধারিত হয়। কখনও কখনও একই পদের ভিন্ন রকম ব্যাসবাক্যের জন্য সমাসের নামও পৃথক হয়ে থাকে। যেমন ঃ

অপয়া ঃ নেই পয় যার = বহুব্রীহি
ন পয়া = নঞ তৎপুরুষ

মনগড়া ঃ মনে গড়া = সপ্তমী তৎপুরুষ
মন দিয়ে গড়া = তৃতীয়া তৎপুরুষ

তাই সমাস নির্ণয়কালে সঠিক ব্যাসবাক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। পরীক্ষার উত্তরপত্রে সমাস নির্ণয়কালে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন ঃ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
লোকভয়	লোক থেকে ভয়	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
মনবেড়ি	মনরূপ বেড়ি	রূপক কর্মধারয় সমাস
ত্রিপদী	তিন পদের সমাহার	দ্বিগু সমাস
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস

সমাস নির্ণয়ের কিছু নমুনা ঃ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অর্ধপথ	পথের অর্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অনাসক্ত	ন আসক্ত	নঞ তৎপুরুষ
অনাদি	ন আদি	নঞ তৎপুরুষ
অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব
অঙ্গহীন	অঙ্গ দ্বারা হীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অনন্য	ন অন্য	নঞ তৎপুরুষ
অনার্য	ন আর্য	নঞ তৎপুরুষ
অদলবদল	অদল ও বদল	দ্বন্দ্ব
অনেক	ন এক	নঞ তৎপুরুষ
অসুখ	ন সুখ	নঞ তৎপুরুষ
অধর্ম	ন ধর্ম	নঞ তৎপুরুষ
অধ্যাত্ম	আত্মাকে অধিকার করে	অব্যয়ীভাব
অধিভুক্ত	ভূতকে অধিকার করে	অব্যয়ীভাব
আগাগোড়া	আগা থেকে গোড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
অনুসরণ	সরণের পশ্চাৎ	অব্যয়ীভাব
অনুগমন	গমনের পশ্চাৎ	অব্যয়ীভাব
অজানা	নেই জানা	নঞ তৎপুরুষ
অকেজো	ন কেজো	নঞ তৎপুরুষ
অনাচার	নেই আচার	নঞ তৎপুরুষ
অনাদর	ন আদর	নঞ তৎপুরুষ
অনিষ্ট	ন ইষ্ট	নঞ তৎপুরুষ
অনুচিত	ন উচিত	নঞ তৎপুরুষ
অনাসক্ত	ন আসক্ত	নঞ তৎপুরুষ
অরুণরাঙা	অরুণের মত রাঙা	উপমান কর্মধারয়
অধরপল্লব	অধর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
অল্পবয়সী	অল্প বয়স যার	বহুব্রীহি
অবোধ	নেই বোধ যার	বহুব্রীহি
অকালকুষ্মাণ্ড	অকালে জাত কুষ্মাণ্ড	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
অগ্নিপরীক্ষা	অগ্নিতে পুড়িয়ে পরীক্ষা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
অজমূর্খ	অজের ন্যায় মূর্খ	উপমান কর্মধারয়
অকালপক্ব	অকালে পক্ব	সপ্তমী তৎপুরুষ
অকূল	নেই কূল	নঞ তৎপুরুষ
অগোচর	নয় গোচর	নঞ তৎপুরুষ
অচেনা	নয় চেনা	নঞ তৎপুরুষ
অজ্ঞাত	নয় জ্ঞাত	নঞ তৎপুরুষ
অনধিক	নয় অধিক	নঞ তৎপুরুষ
অমানুষ	নয় মানুষ	নঞ তৎপুরুষ
অশ্বডিম্ব	অশ্বের ডিম্ব	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অস্থির	নয় স্থির	নঞ তৎপুরুষ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আজন্ম	জন্ম অবধি	অব্যয়ীভাব
আজানু	জানু পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আপাদমস্তক	পদ থেকে মস্তক পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আঁখিপাখি	আঁখিরূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
আজকাল	আজ ও কাল	দ্বন্দ্ব
আসাযাওয়া	আসা ও যাওয়া	দ্বন্দ্ব
আয়তলোচন	আয়ত লোচন যার	বহুব্রীহি
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি
আমরা	সে, তুমি ও আমি	দ্বন্দ্ব
আমূল	মূল পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আলুনি	নুনের অভাব	অব্যয়ীভাব
আশৈশব	শৈশব অবধি	অব্যয়ীভাব
আকাশপথ	আকাশের পথ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আকাশবাণী	আকাশের বাণী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আদ্যন্ত	আদি থেকে অন্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
আধোয়া	নয় ধোয়া	নঞ তৎপুরুষ
আরামকেদারা	আরামের জন্য কেদারা	চতুর্থী তৎপুরুষ
আনত	ঈষৎ নত	কর্মধারয়
আয়কর	আয়ের ওপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আলুভাজা	ভাজা যে আলু	কর্মধারয়
ইতরভদ্র	ইতর ও ভদ্র	দ্বন্দ্ব
ইত্যাদি	ইতি থেকে আদি	পঞ্চমী তৎপুরুষ
ইন্দ্রজাল	ইন্দ্রের জাল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ইন্দ্রধনু	ইন্দ্রের ধনু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ঈশ্বরপ্রাপ্ত	ঈশ্বরকে প্রাপ্ত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
উপভাষা	ভাষার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপদ্বীপ	দ্বীপের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপবন	বনের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপনগরী	নগরীর সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উর্ণনাভ	উর্ণা নাভিতে যার	বহুব্রীহি

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
উদ্বেল	বেলাকে উৎক্রান্ত/বেলাকে অতিক্রান্ত	নিত্য / অব্যয়ীভাব
উপকথা	কথার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপজাতি	জাতির সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপবিধি	বিধির উপ	অব্যয়ীভাব
উদ্বাস্তু	বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে	বহুব্রীহি
ঋণমুক্ত	ঋণ থেকে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
একমুঠো	এক মুঠ পরিমাণ যা	বহুব্রীহি
ঋষিকবি	যিনি ঋষি তিনিই কবি	কর্মধারয়
ওঠাবসা	ওঠা ও বসা	দ্বন্দ্ব
ওষ্ঠাগত	ওষ্ঠে আগত	সপ্তমী তৎপুরুষ
ঔষধালয়	ঔষধের আলয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কবিগুরু	কবিদের গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য
কলাবেচা	কলাকে বেচা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
কাঠফাটা	কাঠ ফাটায় যা	উপপদ তৎপুরুষ
ক্ষুধিত পাষাণ	ক্ষুধিত যে পাষাণ	কর্মধারয়
করজোড়	করের জোড়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কালাকানুন	কাল যে কানুন	কর্মধারয়
কুম্ভকার	কুম্ভ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
কুচক্র	কু যে চক্র	কর্মধারয়
ক্ষীরসাগর	ক্ষীরের সাগর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ক্রীতদাস	ক্রীত যে দাস	কর্মধারয়
কুসুমকোমল	কুসুমের মত কোমল	উপমান কর্মধারয়
কদাকার	কু আকার যার	বহুব্রীহি
ক্রীড়াসক্ত	ক্রীড়ায় আসক্ত	সপ্তমী তৎপুরুষ
ক্রোধানল	ক্রোধরূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
করকমল	কর কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
কাপুরুষ	কু যে পুরুষ	কর্মধারয়
ক্রোধাগ্নি	ক্রোধরূপ অগ্নি	রূপক কর্মধারয়
কৃতবিদ্য	কৃত বিদ্যা যার	বহুব্রীহি
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
কেশাকেশি	কেশে কেশে ধরে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ক্ষণজন্মা	ক্ষণকালে জন্ম যার	বহুব্রীহি
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কাগজপত্র	কাগজ ও পত্র	দ্বন্দ্ব
কটাচোখো	কটা চোখ যার	বহুব্রীহি
কালচক্র	কালরূপ চক্র	রূপক কর্মধারয়
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
কলুর বলদ	কলুর বলদ	অলুক তৎপুরুষ
খেচর	খ-য়ে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
খাসমহল	খাস যে মহল	কর্মধারয়
খাইখরচ	খাওয়ার জন্য খরচ	চতুর্থী তৎপুরুষ
খাপছাড়া	খাপ থেকে ছাড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
খড়মপেয়ে	খড়মের মত পা যার	বহুব্রীহি
খুনাখুনি	খুনে খুনে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
খোশমেজাজ	খোশ যে মেজাজ	কর্মধারয়
খনার বচন	খনার বচন	অলুক তৎপুরুষ
খাঁচাছাড়া	খাঁচা থেকে ছাড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
খালকাটা	খালকে কাটা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
খালখনন	খালকে খনন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
খেয়াঘাট	খেয়া পারের ঘাট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
খেলাঘর	খেলার ঘর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
খরস্রোত	খর যে স্রোত	কর্মধারয়
খববর্বার্তা	খবর ও বার্তা	দ্বন্দ্ব
খোশনসিব	খোশ যে নসিব	কর্মধারয়
খোশগল্প	খোশ যে গল্প	কর্মধারয়
খেয়াতরী	খেয়া পারাপারেব তরী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গৃহকর্তা	গৃহের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ্রন্থাগার	গ্রন্থের আগার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গোশালা	গো-এর শালা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গড়াগড়ি	গড়িয়ে গড়িয়ে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
গণ্যমান্য	গণ্য ও মান্য	দ্বন্দ্ব
গাঙচিল	গাঙের চিল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গরমিল	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব
গদিচ্যুত	গদি থেকে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
গুরুজন	গুরু যে জন	কর্মধারয়
গাছপড়া	গাছ থেকে পড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
গৃহশত্রু	গৃহের শত্রু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
গাছপাকা	গাছে পাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ
গণতন্ত্র	গণের তন্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গালভবা	গালে ভরা	সপ্তমী তৎপুরুষ
গররাজি	নয় রাজি	নঞ তৎপুরুষ
গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
গলাগলি	গলায় গলায় যে ভাব	ব্যতিহার বহুব্রীহি
গামছা	গা মোছা হয় যাতে	বহুব্রীহি
গালাগালি	গালিতে গালিতে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
গজমতি	গজের মতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গুণগ্রাম	গুণের গ্রাম	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গুণমুগ্ধ	গুণে মুগ্ধ	সপ্তমী তৎপুরুষ
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
গোলাভরা	গোলায় ভরা	সপ্তমী তৎপুরুষ
ঘরপোড়া	ঘরে পোড়া	সপ্তমী তৎপুরুষ
ঘোড়ার ডিম	ঘোড়ার ডিম	অলুক তৎপুরুষ
ঘিয়েভাজা	ঘিয়ে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
ঘরজামাই	ঘরে পালিত জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘিভাত	ঘি মাখানো ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘনশ্যাম	ঘনের ন্যায় শ্যাম	উপমান কর্মধারয়
ঘরমুখো	ঘরের দিকে মুখ যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
ঘুমকাতুরে	ঘুমে কাতর যে	বহুব্রীহি
ঘুমপাড়ানী	ঘুম পাড়ায় যে বা যা	উপপদ তৎপুরুষ
ঘনঘটা	ঘনের ঘটা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঘরবাঁধা	ঘরকে বাঁধা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ঘরছাড়া	ঘর ছেড়েছে যে	বহুব্রীহি
ঘর্মাক্ত	ঘর্ম দ্বারা অক্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ঘানির তেল	ঘানির তেল	অলুক তৎপুরুষ
ঘোড়দৌড়	ঘোড়ার দৌড়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঘোড়সওয়ার	ঘোড়ায় সওয়ার	সপ্তমী তৎপুরুষ
চিত্রকর	চিত্র করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
চরমপত্র	চরম যে পত্র	কর্মধারয়
চাকভাঙা	চাক থেকে ভাঙা	পঞ্চমী তৎপুরুষ
চোখের বালি	চোখের বালি	অলুক তৎপুরুষ
চোখের দেখা	চোখের দেখা	অলুক তৎপুরুষ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
চাঁদমুখ	চাঁদের মত মুখ	উপমান কর্মধারয়
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
চতুষ্পদী	চার পদের সমাহার	দ্বিগু
চৌপদী	চার পদের সমাহার	দ্বিগু
চন্দ্রচূড়	চন্দ্র চূড়ায় যাঁর	বহুব্রীহি
চাঁদবদনী	চাঁদের মত বদন যার	বহুব্রীহি
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চাঁদমুখ	চাঁদের মত মুখ	উপমিত কর্মধারয়
চালকুমড়া	চালে জন্মায় যে কুমড়া	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
চালভাজা	ভাজা যে চাল	কর্মধারয়
চালাকচতুর	যে চালাক সেই চতুর	কর্মধারয়
চন্দনচর্চিত	চন্দন দিয়ে চর্চিত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
চরণাশ্রিত	চরণে আশ্রিত	সপ্তমী তৎপুরুষ
চাবাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চিন্তামগ্ন	চিন্তায় মগ্ন	সপ্তমী তৎপুরুষ
চোষকাগজ	চোষের জন্য কাগজ	চতুর্থী তৎপুরুষ
চতুর্ভুজ	চার ভুজের সমাহার	দ্বিগু
চুলাচুলি	চুলে চুলে টেনে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
চোখাচোখি	চোখে চোখে যে দেখা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
চৌচালা	চার চালের সমাহার	দ্বিগু
ছেলেখেলা	ছেলের খেলা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছত্রভঙ্গ	ছত্রের ভঙ্গ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছদ্মবেশ	ছদ্ম যে বেশ	কর্মধারয়
ছন্নছাড়া	ছন্দ ছেড়েছে যে	বহুব্রীহি
ছলচাতুরি	ছল ও চাতুরি	দ্বন্দ্ব
ছাড়পত্র	ছাড়ের পত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছাত্রজীবন	ছাত্রের জীবন	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছায়াতরু	ছায়া প্রধান তরু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ছোটলাট	ছোট যে লাট	কর্মধারয়
ছাগদুগ্ধ	ছাগীর দুগ্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছাত্রাবাস	ছাত্রের আবাস	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছাপাখানা	ছাপার খানা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছাপোষা	ছা পোষে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ছায়াশীতল	ছায়া দিয়ে শীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ছেলেধরা	ছেলে ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ছেলেভুলানো	ছেলে ভোলায় যে	উপপদ তৎপুরুষ
জড়াজড়ি	জড়িয়ে জড়িয়ে যে আলিঙ্গন	ব্যতিহার বহুব্রীহি
জলচর	জলে চরে যে	বহুব্রীহি / উপপদ তৎপুরুষ
জলদ	জল দেয় যে	বহুব্রীহি / উপপদ তৎপুরুষ
জ্বলজ্বলে	জ্বল জ্বল করছে যে	বহুব্রীহি
জগদ্দল	জগৎ দলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জঙ্গিবিমান	জঙ্গের জন্য বিমান	চতুর্থী তৎপুরুষ
জঠরজ্বালা	জঠরের জ্বালা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জনগণ	জনের গণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জননেতা	জনের নেতা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জনপথ	জনগণের পথ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জনমত	জনগণের মত	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জনশূন্য	জন দ্বারা শূন্য	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জনহীন	জন দ্বারা হীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জন্মভূমি	জন্মের ভূমি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জাতমারা	জাতকে মারা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
জ্ঞানতাপস	জ্ঞানের তাপস	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জন্মান্ধ	জন্ম থেকে অন্ধ	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জমাখরচ	জমা ও খরচ	দ্বন্দ্ব
জোড়কলম	জোড় যে কলম	কর্মধারয়
জয়ধ্বনি	জয়সূচক ধ্বনি	কর্মধারয়
জাঁহাপনা	জাহানের পনা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জুলুমবাজ	জুলুমবাজি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জোরাজুরি	জোরে জোরে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঝড়ঝাপটা	ঝড়ের ঝাপটা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঝিঙে ফুল	ঝিঙের ফুল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঝালঝাড়া	ঝালকে ঝাড়া	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ঝালমেটান	ঝালকে মেটান	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
টেস্ট পরীক্ষা	টেস্টের জন্য পরীক্ষা	চতুর্থী তৎপুরুষ
টিপসই	টিপের সাহায্যে সই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
টাকার কুমির	টাকার কুমির	অলুক তৎপুরুষ
টানাটানি	টেনে টেনে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঠেলাঠেলি	ঠেলে ঠেলে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঠোঁটকাটা	ঠোঁট কাটা যার	বহুব্রীহি
ঠাকুরঝি	ঠাকুরের ঝি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ডাকগাড়ি	ডাক পরিবহণের গাড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ডাকবাক্স	ডাক ফেলার বাক্স	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ডাকঘর	ডাকের ঘর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ডাকমাশুল	ডাকের নিমিত্ত মাশুল	চতুর্থী তৎপুরুষ
ডাকপিয়ন	ডাকের পিয়ন	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ডুমুরের ফুল	ডুমুরের ফুল	অলুক তৎপুরুষ
ঢলাঢলি	ঢলে ঢলে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঢাকপেটা	ঢাককে পেটা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ঢেঁকিছাঁটা	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
তদ্রূপ	তদ-এর রূপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তপোবন	তপের সহায়ক বন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
তিলার্ধ	তিলের অর্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তুষানল	তুষের অনল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ত্রিলোক	তিন লোকের সমাহার	দ্বিগু
তৃণভোজী	তৃণ ভোজন করে,যে	বহুব্রীহি
তেপায়া	তিন পায়া যার	বহুব্রীহি
তেলেবেগুনে	তেলে ও বেগুনে	অলুক দ্বন্দ্ব
তত্ত্বজ্ঞান	তত্ত্বের জ্ঞান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তমসাচ্ছন্ন	তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
তালকাটা	তালকে কাটা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
তালিকাভুক্ত	তালিকায় ভুক্ত	সপ্তমী তৎপুরুষ
তেলেভাজা	তেলে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
তনুলতা	তনু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
তর্কশাস্ত্র	তর্কের শাস্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
তৈলচিত্র	তৈল রঙে আঁকা চিত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দরদাম	দর ও দাম	দ্বন্দ্ব
দলাদলি	দলে দলে মিলে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
দমফাটা	দম ফাটায় যে	কর্মধারয়

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দানবীর	দানে বীর	সপ্তমী তৎপুরুষ
দানপত্র	দানের জন্য পত্র	চতুর্থী তৎপুরুষ
দীর্ঘায়ু	দীর্ঘ যে আয়ু	কর্মধারয়
দোভাষী	দুই ভাষায় বিজ্ঞ যে	বহুব্রীহি
দিগ্বিদিক	দিক ও বিদিক	দ্বন্দ্ব
দৃশ্যপট	দৃশ্যের পট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
দুগ্ধজাত	দুগ্ধ থেকে জাত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
দোমনা	দুদিকে মন যার	বহুব্রীহি
দেখাদেখি	দেখে দেখে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
দেশজ	দেশে জন্মে যা	বহুব্রীহি / উপপদ তৎপুরুষ
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি
দীনদরিদ্র	দীন ও দরিদ্র	দ্বন্দ্ব
দুধভাত	দুধে মাখানো ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দুধসাগু	দুধসিদ্ধ সাগু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দেনাপাওনা	দেনা ও পাওনা	দ্বন্দ্ব
ধরাবাঁধা	ধরা ও বাঁধা	দ্বন্দ্ব
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট	কর্মধারয়
ধনহীন	ধন দ্বারা হীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ধনাগার	ধনের আগার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ধর্মানুরাগী	ধর্মে অনুরাগী	সপ্তমী তৎপুরুষ
ধামাধরা	ধামা ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ধূলিমাখা	ধূলি দ্বারা মাখা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ধৈর্যচ্যুত	ধৈর্য থেকে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
ধনজন	ধন ও জন	দ্বন্দ্ব
ধ্যানভঙ্গ	ধ্যানকে ভঙ্গ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
নতজানু	নত যে জানু	কর্মধারয়
নতশির	নত যে শির	কর্মধারয়
নিমরাজি	নিম রূপে রাজি	কর্মধারয়
নীতিবাক্য	নীতি বিষয়ক বাক্য	কর্মধারয়
নৃতত্ত্ব	নৃ বিষয়ক তত্ত্ব	কর্মধারয়
নৌবহর	নৌয়ের বহর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ন্যায়নিষ্ঠ	ন্যায়ে নিষ্ঠ	সপ্তমী তৎপুরুষ
নাতজামাই	নাতি পর্যায়ের জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নীলোৎপল	নীল যে উৎপল	কর্মধারয়

াদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নীর পুতুল	ননীর পুতুল	অলুক তৎপুরুষ
য়নমণি	নয়নের মণি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
াতিদীর্ঘ	নয় অতি দীর্ঘ	নঞ তৎপুরুষ
নখুঁত	নেই খুঁত	নঞ তৎপুরুষ
নর্বিঘ্ন	বিঘ্নের অভাব	অব্যয়ীভাব
পথচারী	পথে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পদলেহন	পদকে লেহন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
পদপ্রার্থী	পদের প্রার্থী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পাতাবাহার	পাতার বাহার /পাতাতে বাহার যার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ / ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
পাশকরা	পাশ করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পুষ্টিকর	পুষ্টি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রবন্ধকার	প্রবন্ধ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রশ্নপত্র	প্রশ্নের পত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পক্ককেশ	পক্ক যে কেশ	কর্মধারয়
পরানপাখি	পরানরূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
প্রাণপ্রিয়	প্রাণের প্রিয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পলান্ন	পলমিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পানিফল	পানিতে জন্মে যে ফল	কর্মধারয়
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
পুণ্যভূমি	পুণ্য যে ভূমি	কর্মধারয়
প্রশংসাপত্র	প্রশংসাজ্ঞাপক পত্র	কর্মধারয়
প্রশ্নকর্তা	প্রশ্নের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পথভ্রষ্ট	পথ থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
পরাধীন	পরের অধীন	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	বহুব্রীহি
প্রবাসী	প্রবাসে থাকে যে	বহুব্রীহি
ফুলকলি	ফুলের কলি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ফুলতোলা	ফুলকে তোলা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ফুলবাগান	ফুলের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ফুলকুমারী	ফুলের মত কুমারী	উপমিত কর্মধারয়
ফুলকপি	ফুল যে কপি	কর্মধারয়
বদবখত	বদ যে বখত	কর্মধারয়
বনফুল	বনের ফুল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধি জীবিকা যার	বহুব্রীহি

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ব্রজবুলি	ব্রজের বুলি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বৌভাত	বৌ পরিবেশন করে ভাত যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক	উপমান কর্মধারয়
বচনসুধা	রচনরূপ সুধা	রূপক কর্মধারয়
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	উপমিত কর্মধারয়
বয়স্কশিক্ষা	বয়স্কদের জন্য শিক্ষা	চতুর্থী তৎপুরুষ
বাক্সবন্দী	বাক্সে বন্দী	সপ্তমী তৎপুরুষ
বাস্তুভিটা	বাস্তুর জন্য ভিটা	চতুর্থী তৎপুরুষ
বিধিলিপি	বিধির লিপি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বিয়েপাগলা	বিয়ের জন্য পাগলা	চতুর্থী তৎপুরুষ
বেতনভোগী	বেতন ভোগ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বোধোদয়	বোধের উদয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বদমেজাজী	বদ মেজাজ যার	বহুব্রীহি
বর্ণচোরা	বর্ণ চুরি করে যে	বহুব্রীহি
বিশ্রী	বিগত শ্রী যার	বহুব্রীহি
বেঈমান	বে (নেই) ঈমান যার	বহুব্রীহি
বেলাবেলি	বেলায় বেলায় যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ভূচিত্র	ভূ-এর চিত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভগ্নাংশ	ভগ্নের অংশ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভদ্রোচিত	ভদ্র জনের উচিত	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভাগ্যচক্র	ভাগ্যের চক্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভাবাবেগ	ভাবের আবেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভারবাহী	ভার বহন করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ভোজনপটু	ভোজনে পটু	সপ্তমী তৎপুরুষ
ভদ্রলোক	ভদ্র যে লোক	কর্মধারয়
ভালমন্দ	ভাল ও মন্দ	দ্বন্দ্ব
মতামত	মত ও অমত	দ্বন্দ্ব
মরাগাঙ	মরা যে গাঙ	কর্মধারয়
মিতব্যয়	মিত যে ব্যয়	কর্মধারয়
মনমাঝি	মনরূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
মানিব্যাগ	মানি রাখার ব্যাগ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মসিকৃষ্ণ	মসির ন্যায় কৃষ্ণ	উপমান কর্মধারয়
মহাজন	মহৎ যে জন	কর্মধারয়
মাতৃভাষা	মাতার ভাষা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মিঠাকড়া	যা মিঠা তাই কড়া	কর্মধারয়
মৃগশিশু	মৃগীর শিশু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মোহনিদ্রা	মোহরূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মন্ত্রমুগ্ধ	মন্ত্র দ্বারা মুগ্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
যমদূত	যমের দূত	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
যুক্তিসঙ্গত	যুক্তিতে সঙ্গত	সপ্তমী তৎপুরুষ
যুক্তিহীন	যুক্তি দ্বারা হীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
রীতিনীতি	রীতি ও নীতি	দ্বন্দ্ব
রদবদল	রদ ও বদল	দ্বন্দ্ব
রক্তকরবী	রক্ত বর্ণের করবী	কর্মধারয়
রম্যরচনা	রম্য যে রচনা	কর্মধারয়
রাশিচক্র	রাশির চক্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রুদ্রমূর্তি	রুদ্র যে মূর্তি	কর্মধারয়
রণকুশল	রণে কুশল	সপ্তমী তৎপুরুষ
রত্নরাজি	রত্নের রাজি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজকন্যা	রাজার কন্যা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রোগমুক্ত	রোগ থেকে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
রাঁধাবাড়া	রাঁধা ও বাড়া	দ্বন্দ্ব
রাঙামাটি	রাঙা মাটি যার	বহুব্রীহি
রোষানল	রোষরূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
লালপেড়ে	লাল পাড় যার	বহুব্রীহি
লেজকাটা	লেজ কাটা যার	বহুব্রীহি
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
লক্ষ্যভ্রষ্ট	লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
লিস্টিভুক্ত	লিস্টিতে ভুক্ত	সপ্তমী তৎপুরুষ
লোকালয়	লোকের আলয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শিশুমঙ্গল	শিশুর জন্য মঙ্গল	চতুর্থী তৎপুরুষ
শ্রমবিমুখ	শ্রমে বিমুখ	সপ্তমী তৎপুরুষ
শৈশবস্মৃতি	শৈশবের স্মৃতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শ্রীহট্ট	শ্রী যুক্ত হট্ট	কর্মধারয়
শাপমুক্তি	শাপ থেকে মুক্তি	সপ্তমী তৎপুরুষ
শিক্ষাগুরু	শিক্ষার গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
শোকানল	শোকরূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
শুভদৃষ্টি	শুভ যে দৃষ্টি	কর্মধারয়
ষড়যন্ত্র	ষড় যে যন্ত্র	কর্মধারয়
সমতল	সম যে তল	কর্মধারয়
সুকবি	সু যে কবি	কর্মধারয়
সুশিক্ষা	সু যে শিক্ষা	কর্মধারয়
সংখ্যালঘু	সংখ্যায় লঘু	সপ্তমী তৎপুরুষ
সাহিত্যচর্চা	সাহিত্যের চর্চা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
সত্যনিষ্ঠ	সত্যে নিষ্ঠা আছে যার	বহুব্রীহি
সস্ত্রীক	স্ত্রীর সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সুহৃদ	সু হৃদয় যার	বহুব্রীহি
সিংহাসন	সিংহচিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
হাসিমুখ	হাসিযুক্ত মুখ	কর্মধারয়
হককথা	হক যে কথা	কর্মধারয়
হস্তলিপি	হস্তের লিপি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব
হাতপাখা	হাতে চালিত পাখা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
হৃষ্টপুষ্ট	যা হৃষ্ট তা পুষ্ট	কর্মধারয়
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি।

অনুশীলনী

১। সমাস কাকে বলে ? সমাস কয় প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। সমাসের প্রয়োজনীয়তা কি ?

৩। সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৪। সমাস ও সন্ধির সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে শব্দ গঠনে এতদুভয়ের উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

৫। 'সাধারণভাবে সমাস ছয় প্রকার হলেও সমাস মূলত চার প্রকার।'—সমাসের শ্রেণীকরণের মূলসূত্র স্মরণ রেখে এ মন্তব্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

৬। 'মূল সমাস চারটি ; অবশিষ্ট সমাসগুলো এই চারটি সমাসের কোন না কোনটির অন্তর্গত।'—উক্তিটি প্রমাণ কর, অথবা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর।

৭। 'ভাষার সংহতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।'—আলোচনা কর।

৮। তৎপুরুষ সমাস প্রধানত কয় প্রকার ? প্রত্যেক প্রকার তৎপুরুষ সমাসের একটি করে উদাহরণ দাও।

৯। বাংলা ভাষায় সন্ধি ও সমাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

১০। বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে ? বহুব্রীহি সমাস কয় প্রকার ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

১১। উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

১২। সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য নিরূপণ করে তাদের প্রয়োজনীয়তা বিচার কর।

১৩। তোমার মতে বাংলা সমাসের শ্রেণীকরণ কিরূপ হওয়া উচিত, তা আলোচনা করে বোঝাও।

১৪। উপমিত ও রূপক সমাসের পার্থক্য কি ? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

১৫। "বাংলা ভাষায় প্রায় সমাসেরই নাম ইহাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক।"—আলোচনা কর।

১৬। ভাষায় সমাসের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে ভাষায় ব্যবহৃত সমাসগুলোর দৃষ্টান্তসহ পরিচয় দাও।

১৭। বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

১৮। উপপদ কাকে বলে ? উপসর্গের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় ? উদাহরণসহ উপপদ সমাসের গঠন বর্ণনা কর।

১৯। কর্মধারয় সমাসের পরিচয় দিয়ে নিম্নলিখিত শ্রেণীর কর্মধারয় সমাসের প্রত্যেকটির অন্তত একটি করে উদাহরণ দাও।

সাধারণ কর্মধারয় ; মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ; উপমান কর্মধারয় ; উপমিত কর্মধারয় ; রূপক কর্মধারয়।

২০। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে কোন ছয়টি) ঃ স্বর্ণাক্ষর ; হলুদবাটা ; যথারীতি ; রাজাবাহাদুর ; রবাহূত ; যাদুকর ; শোকানল ; শশব্যস্ত ; যুগান্তর ; দুয়ানি।

২১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) ঃ অকাতর ; আসমুদ্র ; উনপাঁজুরে ; কলুর বলদ ; কালচক্র ; ক্ষত-বিক্ষত ; খাসমহল ; গ্রামান্তর ; পঙ্কজ ; গলাগলি।

২২। যে-কোন ছয়টি পদের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ হাভাত ; পঞ্চনদ ; হাতেখড়ি ; কালসাপ ; দম্পতি ; বেতার ; ভবনদী ; রাষ্ট্রপতি ; দেখনহাসি ; আগাগোড়া।

২৩। যে-কোন ছয়টি পদের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ বিশ্রী ; আনাড়ী ; ত্রিরত্ন ; রাঙামাটি ; ঘরজামাই ; বজ্রকণ্ঠ ; ভক্তিসুধা ; স্বর্গভ্রষ্ট ; অধর্ম ; পকেটমার।

২৪। যে-কোন ছয়টি পদের ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ ঃ মৌমাছি ; হাঁসমার্কা ; সবান্ধব ; উর্ণনাভ ; হাঁটুজল ; বিপত্নীক ; দেশান্তর ; অর্ধপথ ; দেশপ্রীতি ; আমরা।

২৫। ব্যাসবাক্যসহ যে-কোন ছয়টির সমাস নির্ণয় কর ঃ অনাদর ; পুরুষসিংহ ; দিলদরিয়া ; রাজপথ ; বৌভাত ; আয়কর ; তেপান্তর ; মনগড়া ; লাঠালাঠি।

২৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) ঃ দম্পত্তি ; বিষাদ সিন্ধু ; বইপড়া ; অধর্ম ; সুহৃদ ; সপ্তাহ ; আমূল ; প্রভাত ; বিজ্ঞানসম্মত।

২৭। যে-কোন ছয়টির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ বনষ্পতি ; বেসরকারী ; স্নেহপাশ ; কবিশ্রেষ্ঠ ; প্রগতি ; চোখের বালি ; উপকথা ; গোঁফখেজুরে ; হাতছানি ; চতুষ্পদ।

২৮। যে-কোন ছয়টির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ বিলাতফেরত ; বাহুলতা ; ত্রিপদী ; গাছপাকা ; লেনদেন ; যুধিষ্ঠির ; চালকুমড়া ; হররোজ ; অবোধ ; গৃহান্তর।

২৯। ব্যাসবাক্যসহ যে-কোন ছয়টির সমাস নির্ণয় কর ঃ পদদলিত ; সর্বশ্রেষ্ঠ ; অসুখ ; জলমগ্ন ; কান্নাহাসি ; শিক্ষাকেন্দ্র ; চিড়িয়াখানা ; হাতঘড়ি ; শোকাতীত ; বিষাদ সিন্ধু।

৩০। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) ঃ কাপুরুষ ; চৌপায়া ; তালতমাল ; উদ্বেল ; কুম্ভকার ; আশীবিষ ; ছেলেভুলানো ; তেপান্তর ; মোহনিদ্রা।

৩১। নিচের যে-কোন ছয়টির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ উপবন ; খেলার মাঠ ; খেচর ; দেনাপাওনা ; ঘরজামাই ; তুষারশীতল ; চরণকমল ; কবিগুরু ; লাঠালাঠি ; সবিনয়।

৩২। উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ ঃ সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস ; তৎপুরুষ সমাস ; পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস ; নঞ তৎপুরুষ সমাস ; উপপদ তৎপুরুষ সমাস ; প্রাদি সমাস ; ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস ; উপমান কর্মধারয় সমাস; উপমিত কর্মধারয় সমাস ; রূপক কর্মধারয় সমাস ; অলুক সমাস ; নিত্য সমাস।

৩৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ

অনুতাপ	দর্শনমাত্র	নাতিশীতোষ্ণ	স্বর্ণাক্ষর
পঞ্চবটী	সপত্নী	রক্তনেত্র	প্রতিক্ষণ
দেবদত্ত	মীনাক্ষি	উপভাষা	রাজপথ
খেচর	বাগানবাড়ি	রাজর্ষি	আজকাল
নবরত্ন	গোঁফখেজুরে	অনেক	মৌলভী সাহেব
যুবজানি	লেনদেন	শশব্যস্ত	মোমবাতি
দুর্ভিক্ষ	মনগড়া	নিখুঁত	তেলেবেগুনে
বড়লাট	সত্যবাদী	প্রত্যক্ষ	লোকভয়
অনাসক্ত	প্রভাকর	মিঠাকড়া	ছায়াতরু
মনমাঝি	শতাব্দী	বনেবাদাড়ে	আশীবিষ
কবিগুরু	বৌভাত	মিশকাল	নবরত্ন
কালান্তর	বিষাদ সিন্ধু	নির্ভয়	স্নেহপাশ
অভিমুখ	গরমিল	ধামাধরা	ভিক্ষান্ন
অশোক	গোটা দুই	বহুব্রীহি	সজল
কটাচোখো	ছায়াচিত্র	তমাললতা	গদিচ্যুত
উপকথা	চুলোচুলি	দম্পতি	ভাঙাহাট
অকালপক্ক	পুষ্টিকর	হাঁটুজল	দুয়ানি
ঊনপাঁজুরে	ভ্রাতুষ্পুত্র	সস্ত্রীক	জ্ঞানবৃক্ষ
মাঝদরিয়া	বজ্রকণ্ঠ	কানাকানি	কালসাপ

চতুষ্পদ	বিপত্নীক	আবালবৃদ্ধবনিতা	আনাগোনা
ঢেঁকিছাঁটা	ঘরজামাই	নদীমাতৃক	গায়েহলুদ
দেখনহাসি	জন্মোৎসব	বনফুল	বিয়েপাগলা
কালপেঁচা	তেমাথা	কাজিপাড়া	সোনামুখী
সরসিজ	বাগদত্তা	বেসরকারি	হজযাত্রা
কলুর বলদ	অভিমুখ	মহারাজ	আনমনা
অনুরূপ	অজানা	কাপুরুষ	বিলাতফেরত
অপরাহ্ণ	শোকসিন্ধু	রক্তকমল	কদাচার
মৌমাছি	মহাত্মা	পঙ্কজ	রাজকুমারী
নিরন্ন	ত্রিফলা	সিংহাসন	ধর্মপ্রাণ
আমরা	সপ্তাহ	বেকসুর	যথাশক্তি
সহোদর	রাতভর	শিশু সাহিত্য	চৌরাস্তা
ছাগদুগ্ধ	বিজয়পতাকা	গ্রামান্তর	বৌঝি
বিপদাপন্ন	হাতেখড়ি	হাভাত	মহাজন
প্রভাত	অসময়	কৃষিপ্রধান	ত্রিলোক
জীবন বীমা	বাদুরচোষা	সাতসমুদ্র	মুক্তিযুদ্ধ
রাঙামাটি	কর্ণফুলি	কক্সবাজার	শ্রীহট্ট